দ্বিতীয় দার্‌স

الدرس الثاني

হালাল খাদ্য দু'প্রকারের

الأطعمة المباحة على نوعين:

যে সমস্ত খাদ্য হালাল, তা দু'প্রকারের। যথা, (১) পশুজাত (২) সমূহ উদ্ভিদ। এ সবের মধ্যে যাতে কোন প্রকারের ক্ষতি নেই, সেগুলো সবই হালাল। আর পশুজাত দু'প্রকারের। এক প্রকার জীব-জানোয়ার যারা স্থলে বসবাস করে। আর এক প্রকার, যারা সমুদ্রে বসবাস করে। যে সমস্ত পশু সমুদ্রে বাস করে, সে সমস্ত পশুই হালাল, তাতে জবাই করার শর্ত আরোপিত হবে না। কারণ, সমুদ্রের মৃত হালাল। আর স্থলে বসবাসকারী পশুর মধ্যে যে কয়েক প্রকার পশুকে ইসলাম হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে, সেগুলো ব্যতীত সবই হালাল। যেমন,

১। পাল্তুগাধা।

২। হায়না ব্যতীত এমন দাঁত বিশিষ্ট জানোয়ার, যারা দাঁত দিয়েই ছিঁড়ে খায়।

৩। সব রকমের পাখিই হালাল, তবে যে পাখি থাবা দিয়ে আক্রমণ ক'রে শিকার করে, সে পাখি হারাম। ইবনে আব্বাস-ﷺ-বলেন,

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطُّيُوْرِ)) [رواه مسلم ١٩٣٤]

অর্থাৎ, "রাসূলুল্লাহ-ﷺ-প্রত্যেক দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র পশু এবং থাবা দিয়ে আক্রমণকারী পাখি খেতে নিষেধ করেছেন।" (মুসলিম) অনুরূপ যে সব পাখিরা পচা-গলা ও নোংরাজাতীয় জিনিস খায়, সে সব পাখিও হারাম। যেমন, শকুনি, বাজপাখি এবং কাক। নোংরা আবর্জনা আহার করার কারণেই এগুলো হরাম বলে ঘোষিত হয়েছে। ঘৃণিত জীব-জন্তুও হারাম। যেমন, সাপ, ইন্দুর ও যমীনে বিচরণশীল কীট-পতঙ্গ।

উপরোল্লিখিত পশু-পাখি ব্যতীত সবই হালাল। যেমন, ঘোড়া, গৃহপালিত পশু (উঁট, গরু, মোষ, ছাগল-ভেঁড়া), মুরগী, জংলী গাধা, হরিণ, উটপাখি এবং খরগোশ ইত্যাদি। তবে 'জাল্লালাহ' এসবের ব্যতিক্রম। আর 'জাল্লালাহ' ঐ পশুকে বলা হয়, যার অধিকাংশ খাদ্যই হচ্ছে নোংরাজাতীয় জিনিস ও অপবিত্র মল। এই ধরনের পশুকে তিন দিন পর্যন্ত বদ্ধ রেখে পবিত্র খাদ্য দিতে হবে। তবেই তাকে খাওয়া বৈধ হবে। অন্যথায় তা হারাম হবে। পিয়াজ, রশুন সহ অতি দুর্গন্ধময় জিনিস আহার করা অপছন্দনীয়। বিশেষ করে মসজিদে আসার সময়। যদি কেউ নিরুপায় হয়ে হারাম কৃত বস্তু আহার করতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ আহার না করলে প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে, তাহলে ততটুকু পরিমাণ তা থেকে আহার করা তার জন্য বৈধ, যাতে তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়। তবে বিষ কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করা যাবে না। যদি কেউ ঘেরাবিহীন বাগানের কোন গাছের ফল গাছের মধ্যে অথবা পড়ে থাকা অবস্থায় পায়, যার কোন রক্ষক নেই, সে ফল আহার করা তার জন্য জায়েয। তবে বয়ে নিয়ে যাওয়া ও গাছে ওঠে বা কোন কিছু দিয়ে ফল পাড়া তার জন্য বৈধ নয়। অনুরূপ বিনা প্রয়োজনে জমা করা ফলও সে খেতে পারে না।